'উপজেলা মৎস্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশন' গঠন ও পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশিকা

(Guidelines for Formation and Conduct of Upazila Fisheries Producer Organization)

১. ভূমিকা

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের অধিক আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রাপ্তিতে সহায়তা দানের জন্য এনএটিপি-২ প্রকল্প মৎস্যচাষিদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত দ্রব্যের উন্নততর বাজার সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে চাষিদের কাছে কার্যকর রূপে পৌছে দেয়ার জন্য প্রকল্পভূক্ত এলাকায় প্রতিটি ইউনিয়নে দুটি করে সিআইজি বা একই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দল গঠন করা হয়েছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যাবলি যেমন প্রশিক্ষণ, বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে স্বার্থকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে (Backward Linkage- পোনা, সারসহ বিবিধ মাছ চাষের উপকরণাদি সংগ্রহ থেকে জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন পর্যন্ত) অপরদিকে (Forward Linkage- আহরণোত্তর পরিচর্যা থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত বিস্তৃত) উৎপাদিত মাছ হতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে আহরণোত্তর পরিচর্যা, শীতল পরিবহণ (Cool Chain) ব্যবস্থা এবং বাজার চাহিদা ভিত্তিক নতুন দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে সার্বিক প্রচেষ্টাও চালানো প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নভাবে এ বিষয়ে আমাদের দেশে কিছু কাজ হলেও উৎপাদনকারীদেরকে অর্থাৎ খামারী বা চাষিদেরকে সরাসরি সম্পৃক্ত করে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে কাজ করার জন্য এনএটিপি-২ প্রকল্প প্রডিউসার অর্গানাইজেশন বা পিও গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন, উদ্দেশ্যভিত্তিক পিও গঠন ও পরিচালনা নির্দেশিকার। আশা করা হচ্ছে যে, প্রকল্পের আওতায় প্রণীত বর্তমান নির্দেশিকা পিও গঠনের উদ্দেশ্য সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে এবং প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত মোট ২২টি পিও'র কার্যক্রমের ফলাফল দেশের মৎস্য সম্পদের, বিশেষ করে চাষভিত্তিক মৎস্য সম্পদের সার্বিক বাজার সংযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

২. পিও গঠনের উদ্দেশ্যাবলি

২.১ মুখ্য উদ্দেশ্যঃ পিওকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলা যেন মৎস্যচাষে এবং বাজার সংযোগের ক্ষেত্রে এনএটিপি-২ প্রকল্পের উন্নয়ন উদ্দেশ্যাবলির পরিপূরক হিসেবে স্থায়িত্বশীলতা সহকারে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করে।

মুখ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সুসমন্বিত সংগঠন, কার্যক্রম নির্ধারণ, নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণ।

২.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি

২.২.১ কার্যকর সংগঠন

- উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন সমূহকে (সিআইজি) একীভূত করে উপজেলা পর্যায় হতে জেলা, বিভাগ হয়ে ক্রমান্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা যেন উৎপাদন ও বাজার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে নেতৃত্বের দ্বারা সংগঠিত হতে পারে;
- সাধারণ পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন;
- তহবিল গঠন;
- উপর্যুক্ত সকল কাজে শৃঙ্খলা আনয়নের উদ্দেশ্যে সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধন করা এবং অনুমোদিত বিধিমালার আলোকে সংগঠন পরিচালনা করা;
- নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ রেকর্ড করা এবং সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

২.২.২ কার্যক্রম নির্ধারণ

- পিও'র মুখ্য উদ্দেশ্যের আলোকে কার্যক্রম নির্ধারণ করা;
- কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম চিহ্নিত করা, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা, বাস্তবায়ন করা, মূল্যায়ন করা এবং পরবর্তী বৎসরের জন্য নবায়ন করা।

২.২.৩ পরিকল্পনাধীন কার্যক্রম বাস্তবায়ন

- কার্যনির্বাহী পরিষদের নেতৃত্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিকল্পনাভিত্তিক সকল কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা;
- বাস্তবায়নের বিস্তারিত তথ্য নিয়মিতভাবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা এবং সময় সময় কার্যক্রমের মূল্যায়নভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

২.২.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- পিও গঠন থেকে আরম্ভ করে পিও'র নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তার ফলাফলভিত্তিক যাবতীয় কর্মকান্ডের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সুনিশ্চিত করা;

- এর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা;
- কেবল সুফলভোগীদের আশা-আকাঙ্খা ও সামর্থ্য এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নভিত্তিক প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী বৎসরের কার্যক্রম নির্ধারণ করা বা কর্মপরিকল্পনা নবায়ন করা।

২.২.৫ জনবল

- এমনভাবে জনবল গড়ে তোলা যেন প্রকল্প মেয়াদ শেষেও পিও'র কার্যাবলি প্রকল্পের সহযোগিতা ছাড়াই সুচারুভাবে নিজ উদ্যোগে চলতে পারে।

২.২.৬ ব্যাংক পরিচালনা

- উপজেলা মৎস্য পিও'র সকল আয় সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ জমা অর্থ হতে সংগঠনের বৈধ সকল ব্যয় নির্বাহ করবে।

৩. প্রকল্প সহায়তা/সহযোগিতা

মৎস্যভিত্তিক পিও ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে দেশব্যাপী একটি স্থায়িত্বশীল ও স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে এনএটিপি-২ প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারিগরি এবং আংশিক আর্থিক সহায়তা/সহযোগিতা দিয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট সিআইজিসহ অন্য সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় পিও এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। মৎস্য পিও প্রাথমিক পর্যায়ে ২২টি জেলার ২২টি উপজেলায় "উপজেলা মৎস্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশন বা ইউএফপিও" হিসেবে যাত্রা শুরু করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত দুই ধরনের ইউএফপিও গঠিত হবে।

৩.১ বিশেষ পিও (বড় আকারে) : ময়মনসিংহ জেলার ০১টি উপজেলা এবং নাটোর জেলার ০১টি উপজেলায় ২টি বিশেষ পিও গঠিত হবে।

৩.২ সাধারণ পিও (ছোট আকারে): প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত ২০টি উপজেলা বাছাই করা হয়েছে।
প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে সাধারণ পিও গঠন করা হবে।

সাধারণ পিও'র জন্য অনুমোদিত উপজেলা সমূহ :

১. রাজৈর, মাদারীপুর
২. কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
৩. ডুমুরিয়া, খুলনা
৪. বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট
৫. সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা
৬. নান্দাইল, ময়মনসিংহ
৭. আদমদিঘি, বগুড়া
৮. ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
৯. নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
১০. চাটমোহর, পাবনা
১১. শিবপুর, নরসিংদী
১২. বারহাট্টা, নেত্রকোনা
১৩. ভোলা সদর, ভোলা
১৪. বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
১৫. রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
১৬. মনিরামপুর, যশোর
১৭. পাইকগাছা, খুলনা
১৮. রায়পুর, লক্ষীপুর
১৯. মিঠাপুকুর, রংপুর
২০. আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা

৩.৩ সহায়তা/সহযোগিতার ধরণ

❖ **বিশেষ পিওঃ আহরণোত্তর সেবা কেন্দ্র (Post Harvest Service Center)**

- মৎস্য অবতরণ প্লাটফর্ম নির্মাণ
- বরফকল স্থাপন
- পানি সরবরাহ ব্যবস্থা
- ইনসুলেটেড কোল্ড স্টোরেজ (বরফ এবং হিমায়িত মাছ সাময়িক সংরক্ষণের জন্য)
- অফিস
- Local Marketing Facilitator (২ জন)
- পরিচালনা ব্যয় (Operation Cost) (২৪ মাস)

❖ **সাধারণ ২০টি পিও'র জন্য প্রকল্প সহযোগিতা**

- আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি)
- পরিচালনা ব্যয় (Operation Cost) (২৪ মাস)
- নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের/মনোনয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা
- প্রাথমিক দুই বৎসরের জন্য অফিস ব্যবস্থাপক (Office Manager) নিয়োগের মাধ্যমে সহায়তা (২০টি পিও'র প্রতিটিতে ১ জন করে) প্রতিটি পিও'র জন্য দুই বৎসরের পরিচালনা ব্যয় সহায়তা
- প্রতিটি পিও'র জন্য একটি করে মৎস্য খাদ্য পিলেটিং মেশিন সরবরাহ
- প্রতিটি আনুষঙ্গিক বিষয়াদিসহ একটি করে কম্পিউটার, লেজার জেট প্রিন্টার প্রদান

এছাড়া পিও'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে:

- Market Access and Supply Chain Service Provider নিয়োগ প্রদান (Consulting Firm)
- প্রয়োজনে কর্মশালা, সভা সেমিনার অনুষ্ঠানে সহায়তা
- প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নের জন্য পিআইইউ-ডিওএফ বিশেষ কর্মশালা
- Market Access and Supply Chain Consultant নিয়োগ (১ জন)
- Local Marketing Facilitator (১ জন)
- পিও লিডারদের জন্য প্রশিক্ষণ
- লিফ (LEAF) সহ উপজেলা টিমের সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও তদারকি সহায়তা

৪. পিও গঠন

- সংযুক্ত (পরিশিষ্ট-১) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ইউএফপিও গঠিত হবে এবং সংস্থাটি স্থাপনের উদ্দেশ্যাবলির আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৪.১ ইউএফপিও নিবন্ধন

- ইউএফপিও নিবন্ধনের জন্য সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি ও নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হবে (পরিশিষ্ট-১ এ নিবন্ধন অংশ দ্রষ্টব্য);
- ইউএফপিও গঠনতন্ত্র ও সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশিত পদ্ধতি ও নিয়মাবলির মধ্যে বিশেষ কোন বিষয়ে দ্বন্দ দেখা দিলে সমবায় অধিদপ্তরের নিয়মাবলিই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ নিজেদের গঠনতন্ত্রে উক্ত বিশেষ ধারাটি পরিবর্তন করে নিতে পারবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কেবল সমবায় অধিদপ্তরের লিখিত বক্তব্য/আপত্তি অনুসারেই এ ধরনের পদেক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে।

৪.২ ইউএফপিও তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা

- (পরিশিষ্ট-১ এ 'তহবিল গঠন' এবং 'আর্থিক ব্যবস্থাপনা' অংশ দ্রষ্টব্য)।

৪.৩ বার্ষিক কার্যক্রম নির্ধারণ:

- সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনার জন্য ইউএফপিও গঠনতন্ত্রের 'কার্যাবলি' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য;
- উল্লেখিত 'কার্যাবলি' ছাড়াও প্রয়োজনে অন্য যেকোন রকম কাজ করা যেতে পারে যদি সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কাজটি সংস্থার স্বার্থের অনুকূলে বলে লিখিত সম্মতি প্রদান করেন। অন্যথায় এ ধরনের কাজ বেআইনী এবং বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৪.৪ বার্ষিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন

- ইউএফপিও'র উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক সমুদয় কাজ একটি সহজ ও বাস্তবায়নযোগ্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ভিত্তিক হবে;
- সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় প্রতিটি কাজের সুস্পষ্ট সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সম্ভাব্য ব্যয়-আয় সম্বলিত বাজেট ও অর্থের উৎস সমূহসহ সময়সীমার উল্লেখ থাকবে;
- প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় কর্মবর্ষের নির্দিষ্ট সময়সীমা (শুরু থেকে শেষ) উল্লেখ থাকবে।

- কার্যনির্বাহী পরিষদের উদ্যোগে সাধারণ পরিষদের সভায়, পরবর্তী বৎসরের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বা নবায়নকালে চলতি বৎসরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল্যায়ন করতে হবে (অগ্রগতি ও ফলাফল পর্যালোচনা);
- প্রণয়ন/নবায়ন উভয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিস তার প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। প্রতিনিধিগণের (এক বা একাধিক) ভোটাধিকার থাকবে না তবে তারা পরামর্শ দিতে পারবেন;
- বাস্তবায়নে এবং মূল্যায়নে তথ্যাদি যথাযথ পদ্ধতিতে রেকর্ড করা হবে। বস্তুতপক্ষে, তথ্যাদির রেকর্ডরক্ষণ সর্বদাই মূল কার্যক্রমের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪.৫ পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন

- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রধান বিবেচ্য বিষয়াদি হবে, (১) উৎপাদন ও বাজারজাতকরনে সাফল্য/ব্যর্থতা নির্ণয় (২) ব্যর্থতার কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ (৩) কর্মীদের কর্মসাফল্য এবং (৪) সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতার পথে অগ্রযাত্রা;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, বাজেট ইত্যাদি সুস্পষ্টরূপে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ থাকবে;
- মাঠ পর্যায়ের নৈমিত্তিক প্রতিবেদনসমূহ মূলত কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পর্যালোচিত হবে। অন্যদিকে, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদনসমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ ছাড়াও সাধারণ পরিষদ এবং উপজেলা অফিস কর্তৃক পর্যালোচিত হবে।

৪.৬ জনবল ব্যবস্থাপনা

- জনবলের উৎস: সংগঠনের নিজস্ব ব্যক্তিবর্গ, প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক মেয়াদি কর্মী সহায়তা এবং উপজেলা অফিস হতে পরামর্শ ও তদারকি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ;
- ইউএফপিও'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জনবলের আকার, প্রকার, কর্মপরিধি ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট থাকবে;
- উপযুক্ত জনবল ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হবে উৎপাদন ও বাজারমুখিতার পাশাপাশি প্রকল্প মেয়াদে যেন একটি কার্যকর জনবলের প্লাটফর্ম গড়ে তোলা

যায়, যা প্রকল্প (এনএটিপি-২) মেয়াদের পরেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

৪.৭ আয়ের উৎস

- গঠনতন্ত্রের 'তহবিল গঠন' শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। সকল আয়ের অর্থ সংগঠনের নামে খোলা একটি ব্যাংক একাউন্টে গচ্ছিত থাকবে। ব্যাংক নির্ধারণের ব্যাপারে সাধারণ পরিষদ ও উপজেলা অফিসকে অবহিত করে কার্যনির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৪.৮ ব্যয় নির্বাহ

- যে কোন ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষর থাকতে হবে;
- সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ব্যয় সংক্রান্ত যৌথ সিদ্ধান্তসমূহ একটি রেজিস্টারে সুনির্দিষ্ট আকারে তাদের নিজ নিজ স্বাক্ষরসহ লিপিবদ্ধ থাকবে;
- লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট থেকে টাকা তোলা হবে। এক চেকে উত্তোলন যোগ্য সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্বারিত থাকবে (সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিতব্য)। নির্ধারিত পরিমাণের ব্যতিক্রম করতে হলে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন লাগবে।

৪.৯ মুনাফা ব্যবস্থাপনা

- সংগঠনের সকল আয় প্রথমত সংগঠন পরিচালনার জন্য, মুনাফা অর্জনের জন্য নয়। তবে কোন কোন কাজের ফলে মুনাফা অর্জিত হলে মুনাফার ধরণ ও পরিমাণ লিখে রাখার পর তার ব্যবহার (পুনঃবিনিয়োগ, বিতরণ ইত্যাদি) সম্পর্কে সংগঠনের সাধারণ পরিষদের সুনির্দিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;
- আয়, ব্যয় ও মুনাফা ভিত্তিক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনে উপর্যুক্ত সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা আবশ্যকীয়। এ বিষয়েও উপজেলা অফিসের পরামর্শ বিশেষভাবে গ্রহণ করতে হবে;
- ইউএফপিও'র ব্যাংক একাউন্টে গচ্ছিত সমুদয় অর্থের দায়-দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের ওপর বর্তাবে, উপজেলা অফিসের উপর নয়।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট এনএটিপি-২
(মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)

উপজেলা মৎস্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশন
(Upazila Fisheries Producer Organization -UFPO) এর গঠনতন্ত্র

১. প্রডিউসার অর্গানাইজেশন এর নাম:..
উপজেলা: .... জেলা: ....

উদাহরণ :
১. প্রডিউসার অর্গানাইজেশন এর নাম: কাউনিয়া উপজেলা মৎস্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশন
উপজেলা: কাউনিয়া জেলা: রংপুর

২. UFPO'র কার্যালয়: ইউনিয়ন...
গ্রাম ....

৩. UFPO'র সাধারণ পরিষদ

- উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ পিও ও সাধারণ পিও সমূহ যথাক্রমে ১২০০ জন ও ৭৫০ জন সিআইজিভুক্ত ও সিআইজি বহির্ভূত মৎস্যচাষিগণের বাজারজাতকরণের সাহায্যার্থে গঠিত হবে। উপজেলার সকল সিআইজি হতে একজন করে প্রতিনিধি এবং উপজেলায় ব্যবসারত আগ্রহী মৎস্য সংক্রান্ত ব্যবসায়ীদের মধ্য হতে সর্বাধিক তিনজন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সমন্বয়ে পিও'র সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিআইজি-বহির্ভূত সাধারণ চাষিদের প্রতি ত্রিশ জনের জন্যে একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে পারবেন এবং তিনি সিআইজি-বহির্ভূত প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত হবেন। সাধারণ পরিষদে তার সকল সুযোগ-সুবিধা এবং দায়-দায়িত্ব সিআইজি-প্রতিনিধির মতই হবে।
- পরিষদ গঠিত হওয়ার পর সাধারণ পরিষদের কার্যকাল হবে ৩ (তিন) বৎসর।
- গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপজেলা অফিসের পরামর্শক্রমে সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

উদাহরণ : সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ

মনে করি

(১) কোন একটি উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নে ২০টি সিআইজির মোট সদস্য সংখ্যা ৪০০ জন।

(২) আগ্রহী মৎস্য ব্যবসায়ী সংখ্যা- ২০ জন।

(৩) সিআইজি-বহির্ভূত উপযুক্ত চাষির সংখ্যা- ৩৩০ জন

এখানে পিও'র মোট সদস্য সংখ্যা ৭৫০ জন। সেক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে :

১. বিশটি সিআইজি হতে	= ২০ জন
২. ব্যবসায়ী প্রতিনিধি	= ৩ জন
৩. সিআইজি বহির্ভূত ৩৩০ জন হতে (প্রতি ৩০ জনে ১ জন)	= ১১ জন
	মোট = ৩৪ জন

৩.১ সিআইজি প্রতিনিধি নির্ধারণ

- উপজেলার প্রতিটি সিআইজি তাদের বিশজন সদস্যের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে (মনোনয়ন বা নির্বাচন) একজনকে সিআইজি-প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারিত করবেন। সিআইজি'র সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে সিআইজি প্রতিনিধির নাম -ঠিকানা সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিসকে অবহিত করতে হবে। উপজেলা অফিস সকল সিআইজি-প্রতিনিধির একটি সম্মিলিত তালিকা তৈরি করে অফিস প্রধানের স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা সকল সিআইজি অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।
- সিআইজি-বহির্ভূত প্রতিনিধির ক্ষেত্রে ত্রিশ জনের প্রত্যেকের স্বাক্ষর সম্বলিত কাগজে তাদের প্রতিনিধির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা থাকবে।
- কোন প্রতিনিধিপদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট সিআইজি/সিআইজি-বহির্ভূত ত্রিশ জন হতে নতুন আর একজনকে মনোনিত/নির্বাচিত করে উপজেলা অফিসে অবহিত করবেন।

৩.২ ব্যবসায়ী প্রতিনিধি নির্ধারণ

- উপজেলা অফিস, উপজেলায় আগ্রহী মৎস্য বা মৎস্য সংক্রান্ত ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করবেন।

- উপজেলা মৎস্য অফিসের তত্ত্বাবধানে আগ্রহী ব্যবসায়ীদের মধ্য হতে সর্বোচ্চ তিনজনকে সিআইজি প্রতিনিধিগণ (বিশেষ দুই UFPO'র বেলায় সিআইজি বহির্ভূত চাষি-প্রতিনিধিসহ) মনোনিত বা নির্বাচিত করবেন। মনোনিত বা নির্বাচিত ব্যবসায়ীগণ UFPO'র ব্যবসায়ী প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত হবেন। কোন উপজেলায় আগ্রহী ব্যবসায়ী পাওয়া না গেলে এই পদ শূন্য থাকবে।

৪. কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন

প্রত্যেক পিও'র ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মনোনিত বা নির্বাচিত ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে। এই পরিষদ ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নিম্নোক্তরূপে গঠিত হবে:

১. সভাপতি .... ১ জন

২. সহ-সভাপতি....................... ১ জন

৩. সাধারণ সম্পাদক .... ১ জন

৪. যুগ্ম সম্পাদক .... ১ জন

৫. কোষাধ্যক্ষ......................... ১ জন

৬. সদস্য .... ৪ জন (ব্যবসায়ী-প্রতিনিধি থাকলে তাদের মধ্য হতে একজনসহ)

৪.১ কার্যনির্বাহী পরিষদে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা

- সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কার্যনির্বাহী পরিষদে যে কোন পদ পাওয়ায় সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যের সমানাধিকার থাকবে;
- স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক, এমন যে কোন সাধারণ পরিষদ সদস্য, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক কার্যনির্বাহী পরিষদে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার যোগ্য;
- কার্যমেয়াদে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যই কার্যনিবাহী পরিষদে তার কাজের বিনিময়ে কোন আর্থিক সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

৪.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের ক্ষমতা এবং কাজ

সভাপতিঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে উভয় পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সিআইজি চাষিদের স্বার্থ রক্ষার উপযোগী কার্যক্রম-পরিচালনায় কার্যনির্বাহী পরিষদকে নির্দেশাবলি দেবেন।

সহ-সভাপতি ঃ উভয় পরিষদের সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বের আলোকে সহ-সভাপতি কার্যাবলি সম্পাদন করবেন। সভাপতির অবর্তমানে সাধারণ পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

সাধারণ সম্পাদক ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক UFPO'র প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতিসহ কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণের সাথে আলোচনাক্রমে PO'র যাবতীয় কাজের সুষ্ঠ সম্পাদনের জন্য তিনি দায়বদ্ধ। অন্যান্য আরও কিছু কাজের সাথে নিম্নোক্ত কার্যাবলি তার দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত :

- সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করবেন;
- কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং FIAC এর কার্যাবলি (বিশেষ করে বাজারজাতকরণ এবং মাছচাষের উপকরণ সরবরাহ বিষয়ে) বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত থাকবেন;
- সিআইজিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, উপকরণ-ব্যবসায়ী, মৎস্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সেবা প্রদানকারী অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন;
- বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/নবায়ন করবেন এবং তদানুসারে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের কাজে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবেন;
- কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতিকে অবহিত রাখবেন;
- কার্যনির্বাহী পরিষদের জন্য আয় ব্যয়ের হিসাব (কোষাধ্যক্ষ সহকারে) সংরক্ষণ করবেন;
- সভাপতি এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণের সাথে আলাচনাক্রমে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করবেন;
- ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ প্রণয়ন করবেন।

যুগ্ম সম্পাদক : সাংগঠনিক সকল বিষয়ে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা দেবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অবর্তমানে তার যাবতীয় কাজ তিনি পালন করবেন।

কোষাধ্যক্ষ: কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল আর্থিক বিষয় পরিচালনায় তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন। তিনি আয়-ব্যয়ের প্রতি নজর রাখবেন, হিসাব-পত্র সংরক্ষণ করবেন এবং সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের প্রতিটি সভায় আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। আর্থিক প্রতিবেদনে সঞ্চয় এবং খরচের বিশদ বিবরণাদিসহ সার্বিক আর্থিক বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

সদস্য : কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যাবলি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবেন।

৫. সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১) সাধারণ পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলির ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা করবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান করবেন;

২) কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন গুরুতর সমস্যার সম্মুক্ষীণ হলে সাধারণ পরিষদ সেই সমস্যা নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে;

৩) কার্যনির্বাহী পরিষদ যদি কোন কারণে কাজ করতে না পারে এবং এর ফলে কার্যনির্বাহী পরিষদের ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তাহলে সাধারণ পরিষদ নিজ ক্ষমতাবলে উপজেলা অফিসকে অবহিত করে কার্যনির্বাহী পরিষদ অবলুপ্ত করে দিতে পারবে;

৪) এছাড়া যে কোন জরুরী প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন।

৫.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১) সাধারণ পরিষদ এবং উপজেলা অফিসের পরামর্শক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলি বাস্তবায়ন করা;

২) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করা;

৩) অফিস পরিচালনা, আর্থিক লেনদেন এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের সমুদয় কাজ সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করা;

৪) **UFPO**'র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত স্থানীয় সরকারি -বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলা;

৫) ত্রৈমাসিক/বার্ষিক (আর্থিক এবং ভৌত অগ্রগতি বিষয়ক) প্রতিবেদন নিয়মিত প্রণয়ন করা এবং সাধারণ পরিষদ ও উপজেলা অফিসে উক্ত প্রতিবেদন দাখিল করা;

৬) এই নির্দেশিকা এবং গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি এমন সব বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট বিষয়টি লিখিতভাবে তুলে ধরা এবং সাধারণ পরিষদ প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;

৭) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত। কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় বসবে এবং সকল কার্যাবলির জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। সিআইজিদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পাদন করবে;

৮) ইউনিয়নের FIAC ব্যবস্থাপনায় তথ্য সরবরাহসহ সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে। সেই সাথে FIAC এর সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে সার্বিক মৎস্যচাষ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সক্রিয় থাকবে।

৫.২ UFPO'র মাঠ পর্যায়ের কার্যাবলি

সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিসের পরামর্শক্রমে এবং সাধারণ পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় UFPO'র কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়াদির আলোকে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে:

১) সিআইজিভূক্ত চাষিদের সমস্যাবলি সমাধানের জন্য UEFT (Union Extension Facilitation Team) সদস্যদের সাথে কাজ করা;

২) তথ্য যোগান দিয়ে এবং স্থানীয় মৎস্য উপকরণ ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে উপকরণাদি সরবরাহ বিষয়ে সহায়তা প্রদান;

৩) চাষিদের জন্য ঋণ প্রাপ্তি বিষয়ে এনজিও এবং ব্যাংকসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

৪) সিআইজিসমূহের ব্যবসায়ী সংস্থা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা;

৫) উচ্চমূল্য পণ্যের চুক্তিবদ্ধ চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত চাষি এবং বিপণনের জন্য কৃষি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে চুক্তি করা;

৬) উন্নত বাজার সংযোগ স্থাপন এবং পণ্য বিপণনে চাষিদের সহায়তা প্রদান করা;

৭) মৎস্য পণ্যের গুণগত মান ও উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকদের উৎসাহিত করা;

৮) উন্নত মৎস্যচাষ উপকরণ সরবরাহকারীর সাথে চাষিদের সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

৯) মৎস্য পণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টির জন্য পিও কে উৎপাদিত মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা;

১০) দলভিত্তিক মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা ও বিপণনের মাধ্যমে চাষিদের খরচ কমাতে সহায়তা করা;

১১) বিপণনে শীতল পরিবহণ ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা;

১২) পণ্যের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে চাষিদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

১৩) উন্নত উৎপাদন ও বাজার সম্পর্কিত তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে (প্রয়োজনে FIAC কে যুক্ত করে) চাষিদের সহায়তা করা;

১৪) সহায়তা প্রাপ্ত সুফলভোগীদের বাজার সংশ্লিষ্ট কাজে উৎসাহিত করা;

১৫) পিও'র কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নে উৎপাদন ও বাজার সম্পর্কিত তথ্যাদি আদান প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা;

১৬) নিজস্ব তহবিল গড়ে তোলা এবং UFPO'র নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা।

৬. সদস্যপদ বাতিল

মৃত্যু, পদত্যাগ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ/সাধারণ পরিষদের যে কোন সদস্য বা সিআইজি কর্তৃক উত্থাপিত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে যে কোন কর্মরত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যের সদস্যপদ, অভিযোগ প্রমাণিত হলে বাতিল হয়ে যাবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ৩ (তিন) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে যথাযথভাবে বিষয়টি তদন্ত করবেন। তদন্ত কমিটিতে একজন আহবায়ক এবং অবশিষ্ট দুই জন সদস্য হিসেবে কাজ করবেন। তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এই কমিটি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতির নিকট তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত সদস্যকে কার্যনির্বাহী পরিষদ শাস্তি প্রদান বা বহিস্কার করার জন্য অভিযুক্ত করতে পারবেন। অবশ্য এ বিষয়টি সাধারণ পরিষদের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৭. উপ-নির্বাচন

নিম্নোক্ত কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন পদ শূন্য বলে ঘোষিত হলে সে পদ পূরনের জন্য পুন:নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।

- অভিযোগের কারণে সদস্যপদ বাতিল হবে;
- দায়িত্ব পালনে শারীরিক অক্ষমতা;
- মারাত্মক অসুস্থতায় পতিত হলে;
- মৃত্যু হলে এবং
- মেয়াদকালেই পদত্যাগে ইচ্ছুক হলে এবং তা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হলে।

৮. তহবিল গঠন

নিম্নোক্ত বিভিন্ন উৎস ও কাজের মাধ্যমে প্রত্যেক পিও নিজস্ব তহবিল গড়ে তুলবে :

১) সিআইজিসমূহের নিকট হতে নির্ধারিত মাসিক চাঁদা;

২) উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষ উপকরণের ব্যবসা, উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনসহ অন্যান্য আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি (এনজিওসহ) আর্থিক সংস্থাসমূহ হতে গৃহীত ঋণ;

৩) চুক্তিবদ্ধ চাষাবাদের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত কমিশন এবং অগ্রীম;

৪) নিজস্ব তহবিল হতে সিআইজি চাষিগণকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুদ। এর জন্য ঋণ গ্রহণে উৎসুক চাষিগণকে আলাদা আলাদাভাবে আবেদন জানাতে হবে এবং আবেদনসমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পূর্বেই অনুমোদিত হতে হবে;

৫) সরকারি সংস্থা, এনজিও, দাতা, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত মঞ্জুরী ও (Grants) অনুদান;

৬) প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে বিপণনকৃত পণ্যের মোট মূল্যের একটি অংশ (কার্যনির্বাহী পরিষদ শতকরা হার নির্ধারণ করবেন) প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের তহবিলে জমা হবে;

৭) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদের প্রথম দুই বৎসরে এনএটিপি-২ হতে প্রকল্প সহায়তা/সহযোগিতা।

৯. সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

১) নিজস্ব তহবিল থেকে স্থাবর-অবস্থাবর সম্পত্তি যেমন কৃষি-যন্ত্রপাতি, কার্যালয়, ব্যবসা কেন্দ্র ও গুদামঘর নির্মাণের জন্য জমি ইত্যাদি ক্রয় করতে পারবেন তবে এ ধরনের ক্রয়ের পূর্বে সাধারণ পরিষদ হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

২) সকল স্থাবর-অবস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা সাধারণ পরিষদের হবে;

৩) সিআইজিসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আয় সৃষ্টির জন্য এই সম্পত্তি বা সম্পত্তিসমূহ ব্যবহারের বা ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণ পরিষদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে;

৪) সাময়িক বা স্থায়ীভাবে, বিক্রয় অথবা বন্ধক- যেভাবেই সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর করা হোক না কেন বিষয়টিতে পূর্বেই সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ বা ততোধিক সদস্যের অনুমোদন থাকতে হবে;

৫) সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় বা রাজস্ব UFPO'র হিসাবে জমা হতে থাকবে এবং এই ধরণের আয় কিভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মাঝে বন্টিত হবে (যদি বন্টনের সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে) সে ব্যাপারে সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

৬) কার্যনির্বাহী পরিষদ এই ধরনের সম্পদ ও সম্পত্তির পুংখানুপুংখ রেকর্ড রাখবে। সাধারণ পরিষদ কমপক্ষে বছরে একবার এসবের নিরীক্ষা (Audit) করবে;

৭) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য দাখিল করতে হবে।

১০. সামাজিক অবস্থান

UFPO একটি অরাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এবং কোন ভাবেই কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা যাবে না। মৎস্যচাষিদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও কারিগরি উন্নতি সাধনের জন্য এটি পুরোপরিভাবে সিআইজি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিআইজি-বহির্ভূত চাষিদের একটি সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

১১. নিবন্ধন ঃ

UFPO'র নিবন্ধনের জন্য সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি ও নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হবে:

১) UFPO'র একটি নাম নির্ধারণ করতে হবে;

২) UFPO'র নিবন্ধনের জন্য ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন সদস্য হতে হবে, যাদের প্রত্যেকের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর;
৩) নিবন্ধনের জন্য মুলধন কমপক্ষে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা হতে হবে;
৪) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত নিবন্ধন ফি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে ফি এর কপি আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;
৫) নিবন্ধনের জন্য সমবায় নীতিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৫(১) অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদন ফর্ম-১ পূরণ করতে হবে;
৬) প্রত্যেক সদস্যের NID এর ফটোকপি, ০২ কপি ছবি, সদস্যের মোবাইল নম্বর ও স্বাক্ষর আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১২. ব্যাংক হিসাব খোলা এবং পরিচালনা

- কার্যনির্বাহী পরিষদের বিবেচনায় সবচেয়ে কাছে অবস্থিত এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিসারের পরামর্শক্রমে একটি ব্যাংকে UFPO'র নামে কার্যনির্বাহী পরিষদ একটি হিসাব খুলবে এবং তা চালু রাখবে। হিসাবটি পরিচালিত হবে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ অথবা সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে;
- কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উপার্জিত যে কোন আয়, নগদে বা চেক-এর মাধ্যমে, অবশ্যই উক্ত ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে।

১৩. লভ্যাংশ বিতরণ

- UFPO'র সকল উপার্জিত আয়, নগদে বা চেক এ প্রাপ্ত, পিও সদস্যগণের আয় বর্ধনকারী কার্যাবলিতে এবং সম্পদ বাড়ানোর কাজে ব্যয় করা হবে;
- মুনাফা/বোনাস/ডিভিডেন্ড আকারে কোন টাকাই অর্থ বৎসর শেষে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের মাঝে বিতরণ করা যাবে না;
- লিখিত আবেদনের উপর কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কমিটির তহবিল হতে সদস্যগণ ঋণ পেতে পারেন। এই ধরনের ঋণের পরিমাণ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

১৪. নিরীক্ষা (Audit)

প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পরে নিয়মিত নিরিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ পরিষদ ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি অভ্যান্তরীন নিরীক্ষা টিম গঠন করবে। এই টিম সকল আয়, ব্যয় এবং অবশিষ্ট পরিমাণ যাচাই করবে এবং এক মাসের মধ্যে সাধারণ পরিষদের নিকট এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

১৫. নির্বাচন

সাধারণ পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ তিন বৎসর হবে, অর্থাৎ সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবার দিন হতে আরম্ভ করে পরবর্তী তিন বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এ ব্যাপারে উপজেলা অফিস দিন-তারিখ জানিয়ে পূর্ণ মেয়াদ বিষয়ে ঘোষনা দেবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে পিও'কে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

১৫.১. নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন পরিচালনা

১) একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। এই তিনজনই সাধারণ পরিষদ বহির্ভূত সিআইজি সদস্য হবেন;
২) নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে;
৩) মেয়াদের তৃতীয় বৎসরে মেয়াদ পূর্তির দুই মাস আগে এই নির্বাচন কমিশন গঠন হবে এবং উপেজলা অফিসের সাথে পরামর্শক্রমে কমিশন নির্বাচনের দিন, তারিখ, সময়, স্থান, নিয়মবালিসহ যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে এমনভাবে ঘোষনা দেবেন যেন মেয়াদ পূর্তির ত্রিশ দিন আগেই নির্বাচন সম্পন্ন করা যায়। নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ হবে এক বৎসর;
৪) নির্বাচন কমিশন কারো মুখোপেক্ষী না হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে।

১৫.২ নির্বাচন পরিচালনা

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বেই পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন হতে হবে এবং মেয়াদ পুর্তির দিনে নতুন পরিষদের নিকট কার্যভার হস্তান্তর করবেন।

১৫.৩ নির্বাচন কমিশনের কাজ

ক) নিম্লোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে নির্বাচনের সিডিউল (ভোটার তালিকা ও আচরণ বিধিসহ) ঘোষণা করা
  i) নির্বাচনের দিন, তারিখ ও স্থান
  ii) মনোনয়নপত্র জমাদানের তারিখ
  iii) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ
  iv) সঠিক প্রার্থিগণের নাম ঘোষণার তারিখ
খ) গোপন ভোটের আয়োজন
গ) ফলাফল প্রকাশ

১৫.৪ প্রার্থিতার যোগ্যতা

১) সাধারণ পরিষদের যে কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন, তবে একাধিক পদে নয়;

২) প্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে;

৩) যে কোন পদের জন্য প্রার্থিতা একক ভিত্তিতে হবে, দলগত (Panel) ভাবে নয়।

১৫.৫ দ্বন্দ্ব ও অনিয়ম

কোন অনিয়ম বা কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট তুলে ধরতে হবে। কমিশন তদন্তপূর্বক অনিয়ম বা অভিযোগ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে।

১৬. গঠনতন্ত্র সংশোধন

- গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপধারা ও উপ-বিধি সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠনতন্ত্রের সংশোধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে কোন সংশোধনের জন্য আনিত প্রস্তাবে যথেষ্ট যুক্তি থাকতে হবে এবং বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদে পেশ করতে হবে;

- সাধারণ পরিষদ একটি ৩ সদস্যের কমিটি করে তার মাধ্যমে প্রস্তাবের যথার্থতা যাচাই করবে এবং উক্ত প্রস্তাবটি সধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। পরবর্তীতে নিবন্ধন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্র সংশোধন সম্পূর্ণ হবে।

১৭. সালিশি (Arbitration)

কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কোন বিতর্ক বা দ্বন্দ্বের নিরসন করা না গেলে বিষয়টি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সমাধান করতে হবে।

১৮. অবলুপ্তি

UFPO'র কার্যক্রমে এক বা একাধিক দ্বন্দ্বের কারণে যদি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, কার্যনির্বাহী পরিষদের অবলুপ্ত করা এবং নতুন নির্বাচনের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে, তাহলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিস পিও'টি অবলুপ্ত করতে পারবেন। এ রকম অবস্থায় সাধারণ পরিষদ ৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে কার্যনির্বাহী পরিষদের উৎপাদক সংস্থার সকল সম্পত্তি, হিসাব এবং দায় দেখার দায়িত্ব নেবে।

১৯.পরবর্তী পর্যায়ে একীভূতকরণ (Fedaration)

প্রকল্পাধীন জেলাসমূহের প্রতিটি সফল UFPO সম্মিলিতভাবে District Fisheries Producer Organigation গঠন করবে। তিন বৎসর মেয়াদ পূর্তীতে UFPO'র সফলতা যাচাই করা হবে এবং সফলতা যাচাই

প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য অফিস, উপজেলা অফিস এবং UFPO'র সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যুক্ত থাকবেন। পর্যায়ক্রমিকভাবে UFPO'র কার্যবিধি ও গঠনতন্ত্র তৈরি করে সারা জেলায় PO সমূহের কর্মচাঞ্চল্যে নতুন মাত্রা যুক্ত করা হবে। পরবর্তীতে একইভাবে, উপযুক্ত সময়ে, ক্রমান্বয়ে বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে একীভূত হয়ে দেশ ও জাতীয় স্বার্থে বৃহত্তর দ্বায়িত্ব পালন করবে।

২০. ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা

১) গঠনতন্ত্রঃ UFPO'র স্মারক, বিধিমালা এবং উপধারা সমূহ যেভাবে এখানে উল্লেখ হয়েছে অথবা পরে সময়ে সময়ে সংযুক্ত হবে;'

২) অর্থ বৎসরঃ প্রতি বছর জুলাই হতে পরবর্তী বছরের জুন;

৩) সাধারণ সিলঃ সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিসের পরামর্শক্রমে উৎপাদক সংস্থার UFPO'র প্রতীক সম্বলিত একটি সিল;

৪) মেয়াদঃ সাধারণ পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ যে তিন বৎসরের জন্য গঠিত হয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ তিন বৎসর হলেও যে দিন সাধারণ পরিষদের মেয়াদ শেষ হবে সেদিন কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদও শেষ হবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে সাধারণ পরিষদের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক মাস (৩০ দিন) বাড়াতে পারবেন। এই অতিরিক্ত সময়ে কার্যনির্বাহী পরিষদও অপরিবর্তিত থাকবে;

৫) নোটিশ : কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর সম্বলিত লিখিত, টাইপ করা বা মুদ্রিত পত্র।

এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ শব্দের (Terms) ব্যাখ্যা

Cool chain বা Cold chain : এটি একটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত সরবরাহ শিকল। মাছ যেহেতু একটি দ্রুত পচনশীল দ্রব্য, সেহেতু আহরণের পর থেকে ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত সকল ধাপে যেমন, আহরণোত্তর পরিচর্যাকালীন, কাছে বা দূরে পরিবহণকালীন, আড়তে বা খুচরা বাজারে বিক্রয়কালীন প্রভৃতি সকল অবস্থায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োজনীয় ঠান্ডা তাপমাত্রায় মাছকে রাখতে হবে। এর জন্য ভাল মানের পর্যাপ্ত বরফ, স্টাইরোফমের (Styrofoam) ইন্স্যুলেটেড বক্স, উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা সম্ভব হলে রেফ্রিজারেটেড ভ্যান (Van/Covered Van) ইত্যাদি সহযোগে বিক্রয়ের পুরোটা সময় ভাল মানের পর্যাপ্ত বরফ, রেফ্রিজারেটেড অথবা বরফসহ শোকেস (Showcase), সাময়িক বা দীর্ঘকাল সংরক্ষণের জন্য উপযোগী Cold room/Storage ইত্যাদিসহ যাবতীয় ব্যবস্থা। এমনকি খুচরা বিক্রয়কালে এক মুহূর্তের জন্যও মাছকে সরাসরি রোদের কিরনে না রাখা ইত্যাদি সবই শীতল পরিবেশের আওতাধীন।

Market Access Programme (বাজারজাতকরণ কর্মসূচি): এই কর্মসূচির সাহায্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি বা বৃহৎ (বানিজ্যিক)-সকল পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তুত-পূর্ব এবং প্রস্তুত-পরবর্তী মূল্য শিকলের (Value chain) সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রধান যেসব সহায়তা চাষিকে প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ:

- বিভিন্ন রকমের বাজারের সাথে (খুচরা, পাইকারি, আড়ত, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) চাষিদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগে সহায়তা প্রদান;
- সম্ভাব্য বৈদেশিক বাজারের সাথে যোগসূত্র ঘটানো এবং লজিষ্টিক (Logistic) সহায়তা প্রদান;
- প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কারিগরি তথ্য প্রদান ইত্যাদি।

Value chain (মূল্য শিকল) : মূল্য শিকল দ্বারা সাধারণত ঐ ধরনের সেবাসমূহ এবং দ্রব্যাদির (Goods) সমষ্টিকে বুঝায় যা কোন উৎপাদিত পণ্য খামার থেকে আরম্ভ করে উক্ত পণ্যের চূড়ান্ত গ্রাহক বা ভোক্তার নিকট পৌছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন হয়।

Value addition (মূল্য সংযোজন): বাড়তি খরচের বিনিময়ে ভোক্তা বা গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোন উৎপাদিত পণ্যের (মাছ) গুনগত মানের পরিবর্তন করা হলে পণ্যটি মূল্য সংযোজিত পণ্য হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর এ কাজটিকে বলা হবে মূল্য সংযোজন বা Value addition। জলাশয় থেকে মাছ ধরে যদি মাছের পেট থেকে নাড়িভুড়ি পরিস্কার করাসহ আঁশ, পাখনা, ইত্যাদি দূরীভূত করে Dressed fish তৈরি হয় সেক্ষেত্রে Dressed fish মূল্য সংযোজিত পণ্য। আর এ কাজটি করতে গিয়ে যে বাড়িত খরচ করতে হলো তা প্রকারান্তরে মূল্য সংযোজন বা Value addition।

Supply chain (সরবরাহ শিকল): একটি পণ্যের উৎপাদন ও বিপণনের জন্য কিছু ধারাবাহিক কাজের সমন্বয়ে একটি সরবরাহ শিকল গড়ে ওঠে। অন্যকথায়, সরবরাহ শিকল হলো একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করা এবং চূড়ান্ত ক্রেতার কাছে পৌছে দেয়ার জন্য একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান (Company) এবং এর সরবরাহকারীর মধ্যে যোগসূত্র (Network)।

একটি দ্রব্য বা সেবা তার মূল অবস্থা থেকে ভোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্যরূপে পৌছানোর জন্য যেসব কাজ বা ধাপসমূহ পার হতে হয় সে সবই সরবরাহ শিকলে অন্তর্ভূক্ত। কোম্পানিসমূহ সরবরাহ শিকল গড়ে তোলে যাতে করে তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য কম রাখতে পারে এবং ব্যবসায়িক বাজারে সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকতে পারে। সরবরাহ শিকলের সুব্যবস্থাপনা ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কারণ এর দ্বারা সে উৎপাদন খরচ/দ্রব্যমূল্য হ্রাস করতে পারে এবং উৎপাদন চক্রের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। সরবরাহ শিকল কাঙ্খিত দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের বেলায় যেমন প্রযোজ্য হয় (Backward linkage), তেমনি উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত গ্রাহক বা ভোক্তার কাছে পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (Forward linkage)।

Sustainable Development Goals-SDG (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট): সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বিগত ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই অভীষ্ট (Goals) ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets) অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের

অগ্রগতি নিরূপণের জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করেছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর সংশ্লিষ্ট এসডিজিসমূহ হলো :

অভীষ্ট ১. দারিদ্র্য বিলোপ

অভীষ্ট ২. ক্ষুধা মুক্তি

অভীষ্ট ৩. সুসাস্থ্য ও কল্যাণ

অভীষ্ট ৬. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

অভীষ্ট ৮. শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

অভীষ্ট ৯. শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

অভীষ্ট ১০. অসমতা হ্রাস

অভীষ্ট ১২. পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

অভীষ্ট ১৪. জলজ জীবন

অভীষ্ট ১৫. স্থলজ জীবন এবং

অভীষ্ট ১৭. অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব